করোনায় বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও মহামারী প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়াতে তিনটি প্রকল্পে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বলে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

‘প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনারশিপ’ (প্রাইড) প্রকল্পে ৫০ কোটি ডলার, ‘এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকনোমি’ প্রকল্পে ২৯ কোটি ৫ লাখ ডলার ও ও ‘সেকেন্ড প্রোগ্রামেটিক জবস্ ডেভলপমেন্ট পলিসি ক্রেডিট’ প্রকল্পে ২৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন এক বিবৃতিতে বলেন, নজিরবীহিন সংকট মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী এ পদক্ষেপের ফলে জনসাধারণের আয় ও জীবিকা ◌্তিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পগুলো দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে সহায়তার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত গড়বে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫০ কোটি ডলারের প্রাইড প্রকল্পটি প্রায় ২০০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানবে; নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্কে সামাজিক ও পরিবেশগত মান জোরদার করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে সফটওয়্যার পার্কের ৪০ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান হবে নারীর।

এই প্রকল্প মিরসরাই-ফেনী অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -২ এর উন্নয়ন করবে যার মধ্যে থাকবে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ সড়ক নেটওয়ার্ক, সৌর বিদ্যুতের সড়ক বাতি স্থাপন ও জলবায়ু-সহনশীল পানি, স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পটি জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ঢাকার প্রথম ‘ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনার হাব’ গড়ে তুলে এটিকে একটি সবুজ ভবনে পরিণত করবে।

তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ও তথ্য প্রযুক্তি সমর্থিত সেবাসহ (আইটিইএস) স্থানীয় ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থনীতিকে সহায়তা করবে।

২৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রকল্প সরকারের সব সংস্থার জন্য একটি সমন্বিত, অংশীদারিত্বভিত্তিক এবং ক্লাউড-কম্পিউটিং ডিজিটাল প্লাটফর্ম স্থাপন করবে এবং সাইবার নিরাপত্তার উন্নতি ঘটাবে, যা সরকারি আইটি বিনিয়োগে ২০০ মিলিয়ন ডলারের খরচ বাঁচাবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্লাটফর্ম সরকারকে কার্যকরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে যার এক-তৃতীয়াংশ হবে নারী ও একলাখ তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল ও নতুন প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। এটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ৩০ কোটি ডলার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে; মহামারীর ঝুঁকি কমাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনবে।

আর ২৫ কোটি ডলারের প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের স্বল্প-মেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপের সহায়তার জন্য সরকারের আর্থিক সংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যতের অভিঘাত মোকাবিলায় শ্রমজীবী ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

এই অর্থায়ন নারী, যুব জনগোষ্ঠী, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এটা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারে সহায়তা করবে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অধিকতর উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে সহায়তা করবে। সূত্র-যুগান্তর

[redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2021) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] 20, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted], [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

চতুর্ভুজ প্রেম, প্রেমিকার নির্দেশে তিন প্রেমিক মিলে খুন করেন আরেক প্রেমিককে

চতুর্ভুজ প্রেমের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় প্রেমিকা আরিফার নির্দেশেই খুন করা হয় বড়াইগ্রামের ইকোরি গ্রামের কৃষক মোবারক হোসেনকে। পুলিশ ঘটনার মাত্র ২দিনের মাথায় এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপর তিন প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিটন কুমার সাহা জানান, গত ১৫ জুন বড়াইগ্রাম উপজেলার ইকোরি গ্রামের মৃত খয়ের উদ্দিনের ছেলে মোবারক হোসেন
(৩৮) খুন হন। মোবারককে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে নিহতের স্ত্রী রানী বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে সোনাবাজুর কাচু খার স্ত্রী আরিফা বেগমকে (৩০) গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরিফা এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত বলে স্বীকার করেন এবং অপর তিনজন প্রেমিকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা জানান। পরে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা হলেন-সোনাবাজু গ্রামের ইমরুল প্রামাণিকের ছেল রশিদ প্রামাণিক (৩৮), একই গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে জিহাদ আলী (৩২) এবং ইকোরি গ্রামের আব্দুল বারীর ছেলে আসাদুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ সুপার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ছিলেন আরিফা। তিনি নিহত মোবারকসহ ৪ জনের সাথেই অবৈধ মেলামেশা করতেন ও তাদের কাছে থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতেন। মোবারক ঠিকমত আরিফাকে টাকা না দেওয়া এবং তিনিসহ অন্যদের সাথে আরিফার সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেন। এতে আরিফা ক্ষুদ্ধ হয় এবং অপর তিন প্রেমিককে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ঘটনার দিন মোবারক গরু চড়াতে গেলে আরিফা বেগম শারীরিক মেলামেশার প্রলোভন দিয়ে মোবারককে পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। এরপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মোবারককে হত্যা করেন এবং এরপর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, হত্যার পরে আসামিরা মোবাইল ফোনে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি। কিন্তু পারপার্শ্বিকতা বিবেচনায় পুলিশ বিচক্ষণতার সাথে আরিফাকে টার্গেট করে আটক করে। প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল ইসলাম, নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত, বড়াইগ্রাম থানার ওসি দিলিপ কুমার দাস, ডিবির ওসি আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ করোনা শনাক্ত, ৩৪৩ মৃত্যু

ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৩ জনের। মোট মৃত্যু গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬০২ জনে।

আজ শুক্রবার ভারতের সরকারি দফতরের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে টাইম অব ইন্ডিয়া।

একদিনেই ভারতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৫২ জনের। যা মহামারি দেখা দেওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ। এখন পর্যন্ত ভারতে মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৮০ হাজার ৫৩২ জন।

শুধু মহারাষ্ট্রে ৩ হাজার ৭৫২ এবং রাজধানী দিল্লিতে শনাক্ত ২ হাজার ৮৭৭ জন।

দেশটিতে ২৪ ঘণ্টায় ৩৪৩ জন নিয়ে মোট মৃত্যু গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬০২ জনে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬ হাজার।

তবে ভারতে আশার আলো দেখাচ্ছে সুস্থতার হার। সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৪৭৭১ জন। সূত্র- কালের কণ্ঠ

মৃত্যু গোপন করছে বিভিন্ন দেশ, বিশ্বে করোনায় প্রাণহানি সাড়ে ৪ লাখ

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সাড়ে চার লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তবে এ পরিসংখ্যান সঠিক নয় বলছে বিবিসির একটি গবেষণা। এতে বলা হয়, বিভিন্ন দেশ মৃতের সংখ্যা গোপন করছে। আরও অন্তত এক লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা গেছেন কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে, যাদের নাম মৃতের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

বিবিসি বলছে, অন্তত ২৭টি দেশের তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এ মহামারীতে সেসব দেশে মৃত্যুর সংখ্যা এবং হার বেশি।

বিশ্বব্যাপী নানা দেশের সরকার যে তথ্য দিচ্ছে তার চেয়ে আসল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। যুক্তরাজ্যে অন্য বছরের তুলনায় একই সময়ে ৪৩ শতাংশ বেশি মানুষ মারা গেছেন।

৬৪ হাজার ৫০০ মানুষ বেশি মারা গেছেন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে। দেশটিতে সরকারি হিসেবে করোনায় মৃত্যু ৪২ হাজারের কিছু বেশি।

স্পেনে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ মানুষ বেশি মারা গেছেন। প্রায় ৪২ হাজার ৯০০ মানুষ বেশি মারা গেছেন দেশটিতে। এ পরিসংখ্যান ২ মার্চ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত। একই সময়ে করোনাসংক্রান্ত রোগে আনুষ্ঠানিক মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার ৭০৯ জন।

বেলজিয়ামে ৩৭ শতাংশ বেশি মানুষ মারা গেছেন। স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৮১০০ জন বেশি মানুষ মারা গেছেন এ করোনার সময়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ হাজার ৬০০-এর বেশি মানুষ মারা গেছেন দেশটিতে।

ইতালিতে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেশি। প্রায় ৪২ হাজার ৯০০ ব্যক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মারা গেছেন। সরকারি পরিসংখ্যানে করোনায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৩৪ হাজারের বেশি।

বুধবার এ ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে ১০৪টি সেফ হাউস চালু করা হবে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে প্রয়োজনে সেফ হাউস আরও বাড়ানো হবে। এ কাজে প্রয়োজনে নিজের বাড়িটিও দিয়ে দিতে পারেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

করোনায় মারা গেলেন আমাজনবন্ধু আদিবাসী নেতা: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে মারা গেছেন পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত আমাজন জঙ্গলের অন্যতম রক্ষাকর্তা, পরিবেশবন্ধু ও পরিচিত আদিবাসী নেতা পাউলিনহো পাইয়াকান। মঙ্গলবার ব্রাজিলের রেডেনকাও শহরের একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আমাজন বনের কায়াপো আদিবাসী গোত্রের নেতা ছিলেন পাইয়াকান। ১৯৮০ সালে বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম ব্রাজিলের বেলো মন্টে হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম প্রজেক্টের প্রতিবাদ করে বিশ্বের নজরে আসেন এ আদিবাসী নেতা।

তার সক্রিয় ভূমিকার কারণেই বিশ্বের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পরিবেশ বিধ্বংসী এ বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে সোচ্চার হয়। পরে তীব্র আন্দোলনের কারণে দীর্ঘতম এ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় বিশ্বব্যাংক। তবে থামানো যায়নি এ বাঁধের নির্মাণকাজ।

সূত্র-যুগান্তর

লাদাখে সামরিক পর্যায়ে চীন-ভারত বৈঠক, অনড় বেইজিং

পশ্চিম লাদাখের গালোয়ান উপত্যাকায় সেনা কর্মকর্তা পর্যায়ে চীন-ভারত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবারের এ বৈঠকে চীন সীমান্ত থেকে সেনাসদস্য প্রত্যাহার না করতে অনড় থাকায় কোনো রকম সমাধান হয়নি।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, সোমবার রাতে যেখানে দুই

প্রতিবেশী দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে সেই স্থানেই বৈঠকে বসেছে চীন-ভারতের সামরিক কর্মকর্তারা।

ওই সংঘর্ষে এক কর্নেলসহ ভারতীয় ২০ সেনা নিহত হয়েছেন। তবে অসমর্থিত সূত্রে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে চীনের ৪৫ সেনা সদস্য নিহত বা আহত হয়েছেন।

সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মুহূর্তে ওই এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে কোনো স্বাক্ষর করেনি চীন। পশ্চিম লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন ও ভারতীয় বাহিনী কাছাকাছি অবস্থান করছে।

বলা হচ্ছে, ১৯৬২ সালে যুদ্ধের পর ওই স্থানে সেনা টহল জোরদার বা আঞ্চলিক ভূখণ্ড দাবি করেনি চীন। তবে চীন সম্প্রতি গালোয়ান উপত্যাকায় ঢুকে ভূখণ্ড দাবি করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান করছে।

এর আগ বুধবারও মেজর জেনারেল পর্যায়ে বৈঠক হয়। সেখানেও কোনো রকম সুরাহা হয়নি। এমন বৈঠক ৬ জুন প্যানগং তসোতে লেফটেন্যান্ট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতার প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। দিল্লির দাবি, ভারতের দিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়েছে চীনের সেনা। সেই সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়ার জন্যই দু’পক্ষের মধ্যে দর দরকষাকষি চলছে।

এদিকে গালোয়ানের পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে কথা বলেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। চীনের এই আগ্রাসন পূর্ব পরিকল্পিত বলে ওয়াং ই-কে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। গালোয়ানের এই বৈঠকে চীনের অনড় অবস্থানের জেরে বেইজিংয়ের আগ্রাসী মনোভাবই স্পষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক শিবির। সুত্র-যুগান্তর

‘করোনাভাইরাস আরও তিন বছর থাকতে পারে’

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আরও দুই-তিন বছর থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিন উপস্থাপনের আগে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি ২-৩ মাসে শেষ হচ্ছে না। এটি দুই থেকে তিন বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হবে। যদিও সংক্রমণের মাত্রা উচ্চহারে নাও থাকতে পারে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্যক উপলব্ধি করেন, এই মুহূর্তে তিনিই দেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম ব্যক্তি। এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত বিষয় নয়; এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, ধর্ম, বাণিজ্য, অর্থাৎ জীবনের সকল উপজীব্যকে ঘিরে। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অধিকতর জোরালো নজর দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৫ হাজার নার্স নিয়োগ এ তৎপরতারই অংশ।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, করোনা সংক্রমণের কিছুকাল পরেই বাংলাদেশে সংক্রমণের উঁচু হার কমে আসতে পারে। কিন্তু করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অনেক লুকায়িত ও মৃত কেসও শনাক্ত হবে। সে ক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। অন্যদিকে করোনাভাইরাসও অত্যন্ত ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস। এ কারণে অসতর্ক চলাফেরা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে না চললে এ দেশের সংক্রমণের হার মোকাবেলা করা কঠিন।

করোনায় চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের সকলের হৃদয় অত্যন্ত

ভারাক্রান্ত। আমরা নিবেদিত অনেক চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংবাদিকসহ অনেক শীর্ষ রাজনীতিদ, বিশিষ্ট ও গুণীজন এবং অনেক মানুষকে হারিয়েছি। এটি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

বক্তব্যে নিজের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে অধ্যাপক ডা. আজাদ বলেন, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বেশ কয়েক দিন চিকিৎসা নিতে হয়েছে। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া, সবার দোয়ায় আমি চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছি।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ হাজার ৮০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ দুই হাজার ২৯২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩ জনের। সূত্র-যুগান্তর

দুবাইয়ে আটকে পড়া ১৫৮ বাংলাদেশি দেশে ফিরলেন

কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যে দুবাইয়ে আটকে পড়া ১৫৮ বাংলাদেশি অবশেষে দেশে ফিরেছেন। মঙ্গলবার সকাল ৭টা ১৩ মিনিটে দুবাই থেকে ১৫৮ বাংলাদেশি ইউএস বাংলার বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ শাখার জিএম মো.কামরুল ইসলাম। তিনি জানান, যারা ফিরেছেন তাদের প্রত্যেকের করোনাভাইরাস নেগেটিভ সার্টিফিকেট রয়েছে।

দুবাইয়ে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ইউএস-বাংলা বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের বিমান যোগাযোগ সীমিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণা করায় অনেকে ভিনদেশে আটকা পড়েন।

এখন চীন ছাড়া প্রায় সব দেশের সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ রেখেছে বাংলাদেশ।

বিদেশে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের বিশেষ ফ্লাইটে ফেরানো হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

সৌদিতে করোনায় সাড়ে তিন শতাধিক বাংলাদেশির মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সৌদি আরবে ১৫ জুন পর্যন্ত ৩৫৩ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইংয়ের প্রথম সচিব ফখরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রিয়াদে দূতাবাসের আওতাধীন এলাকায় ১৫২ বাংলাদেশি কোভিড-১৯ রোগী মারা গেছেন।

জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রমকল্যাণ কাউন্সিলর আমিনুল ইসলাম জানান, কনস্যুলেটের আওতাধীন এলাকায় করোনায় ২০১ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া প্রতিদিনই নানা রোগ ও স্বাভাবিকভাবে মারা যাচ্ছেন অনেক প্রবাসী। আন্তর্জাতিক রুটের বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় হাসপাতালের হিমাগারগুলো মরদেহে পরিপূর্ণ হওয়ায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাফন সম্পন্ন করছে কর্তৃপক্ষ।

করোনায় সৌদি আরবে মোট মৃত্যু হয়েছে এক হাজার ১১ জনের। সুস্থ হয়েছে ৮৭ হাজার ৮৯০ এবং আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ৩২ হাজার ৪৮ জন।

এ দিকে সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিচালিত নারী গৃহকর্মী আশ্রয়কেন্দ্রের কেয়ারটেকার কাম ড্রাইভার শিকদার মোহাম্মদ সাঈদ করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

গত ১৩ জুন ভোরে তার মৃত্যু হয়। সেফহোমে প্রায় দেড় শতাধিক নারী গৃহকর্মী দেশে ফেরার অপেক্ষায় রযেছেন।
কেয়ারটেকারের করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হওয়ায় সেখানে থাকা নারীদের করোনা শনাক্তের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। সূত্র-যুগান্তর

করোনার টেস্ট বন্ধ করলেই সংক্রমণ কমে যাবে: ট্রাম্প

কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমার উপায় নিয়ে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুরুতে করোনাভাইরাসকে গুরুত্ব না দিয়ে বিতর্কিত হওয়া এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, করোনাভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা বেশি হচ্ছে বলেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে। টেস্ট বন্ধ করে দিলে এমনিতেই সংক্রমণ কমে যাবে। খবর সিএসএনের।

সোমবার প্রবীণ নাগরিকদের সহযোগিতা-বিষয়ক এক সভায় এ কথা বলেন তিনি। এর আগে করোনাভাইরাস রোধে শরীরে জীবাণুনাশক ইনজেকশন নেয়ার পরামর্শ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সভায় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, যদি আপনি পরীক্ষা করা বন্ধ করে দেন তাহলে কোনো করোনা রোগীই পাবেন না। যদি আমরা এই মুহূর্তে করোনা টেস্ট করা বন্ধ করে দেই তাহলে আমরা খুব কমই করোনা রোগী পাব।

করোনাভাইরাস নিয়েও একেক সময়ে একেক কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এর আগে তিনি বলেছেন, সারা বিশ্বের মধ্যে আমেরিকায় বেশি করে টেস্টিং হচ্ছে, এ কারণেই অন্য দেশের চেয়ে করোনায় সংক্রমিতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে বেশি।

জাতিসংঘ যেখানে করোনা প্রতিরোধে বেশি করে পরীক্ষার উপর জোর দিতে বলছে সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প উল্টো পথে হাঁটার কথা বলছেন।

১৫ জুন সকালে এক টুইটবার্তায় ট্রাম্প বলেন, ‘অন্য দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার টেস্টিং ব্যাপক আকারে এবং উন্নত পদ্ধতিতে হচ্ছে। এ কারণেই অনেক বেশি সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। টেস্টিং না হলে বা দুর্বল পদ্ধতিতে টেস্টিং হলে দেখা যেত, এই দেশে করোনা সংক্রমিত কোনো রোগীই প্রায় নেই।’

তিনি টুইটে আরও লেখেন, করোনার টেস্টিং হলো দুদিকে ধার দেয়া তরবারি—এটা আমাদের খারাপ অবস্থাকে প্রকাশ্য করছে। অন্যদিকে, এটা একটি ভালো কাজ।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ আগের চেয়ে কমে এসেছে। আগে যেখানে রোজ হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে এখন মৃত্যু কমে শয়ে নেমে এসেছে। এ কারণে হোয়াইট হাউসের কাছে করোনাভাইরাসের বিষয়টি এখন আর তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। হোয়াইট হাউসের করোনাভাইরাস টাস্কফোর্স এ নিয়ে কোনো সংবাদ সম্মেলনও এখন আর করছে না।

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বনাশা করোনায় এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আরকানসাস, টেক্সাস, অ্যারিজোনা, অ্যালাবামা, ওকলাহোমা, ফ্লোরিডাসহ অন্তত ২০টি রাজ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এসব বিবেচনা না করে সবকিছু স্বাভাবিক আছে বলে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সুরেই ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। নাটকীয়ভাবে বেশি করে টেস্টিং করা হচ্ছে বলে সংক্রমণ বেশি দেখা যাচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর